কবিতাগ্রহ

অমলেন্দু বিশ্বাস

রয়েছি কবিতাগ্রহে। চ্যুত হয়ে ঝ'রে যাবো এমন তো নয়।
শাশ্বত বিনয়গ্রহ জন্ম থেকে ঘিরে আছে সততই।

যতই বলো না কেন রোহিনী নক্ষত্র আড়চোখে দেখে নিলো
চন্দ্রগ্রহণের কাল পার করে যাওয়া যাক কোজাগরী-আল।

রয়েছি কবিতাগ্রহে। দৃঢ় স্থিতি কাল মনে রাখো পরম আশ্রয়
অমূলক নয় কোনো; ধারণা পোষণ নীল অভ্যন্তরে;

আলোকবর্তিকা থাকে। তবে আঁধারিমা আসে না এখন
মণিঋদ্ধ দেবারতি যেন সেই ঈশ্বর-ঈশ্বরী বহমান...

আমার আত্মায়, হৃদে— ফুটে থাকে পুষ্পাধারে অনন্য কুসুম
কবিতাগ্রহের মুখ ব্রাহ্মভোরে জবাফুলে চিরন্তন ওম!

সবুজ শুভেচ্ছাপত্র

শ্যামলকুমার বিশ্বাস

অমলেন্দুর নাও ভেসে আছে অবিচল তিরিশ বছর
অনিকেত ভাসা নয়, অভীষ্ট তীর অভিমুখী

যে-তীরে জারুল-জাম
নম্র পলাশের ছায়াবীথি,
যে-তীরে অপেক্ষায় আছে কত কত তরুন স্বজন,
সুহৃদ তরীতে দেবে পাড়ি—

অমলেন্দুর ডিঙা বহুদূর যাবে আরো
নিশ্চিত জানি;
সফল শস্যের ওমে বুক ভরে নেবে।
দু-পাড়ের হৃদি-কথা কৌম চলাচল
তুলে নেবে গলুইয়ের ঠোঁটে

হার্দ সবুজপত্র আজকে পাঠাই তার
তৃতীয়-দশক পূর্তিতে।

হ্যালো বাবা

বিষ্ণুপদ বালা

গতকাল ঠিক সন্ধে আমার আড়াই বছরের ছেলে
বিতান আমাকে ফোন করেছিল;

'হ্যালো বাবা তুমি কোথায়?'
আমার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায় ছত্তিশগড় দাঁত ও নখের কাছাকাছি আছি...

'হ্যালো বাবা তুমি ওখানে কি করো?'
আবারো মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়—'ঘানি টানছি।'

'হ্যালো বাবা তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তো?'
আমি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছি—
ওই যে তুমি শুকনো মুড়ি খাচ্ছ...

'হ্যালো বাবা তুমি কবে বাড়ি আসবে?'
কাল। এমনি করে প্রায়ই বলি...

'হ্যালো বাবা নারকোল গাছের ডগা পড়ে
আমাদের টালি ভেঙ্গে গেছে, জল পড়ে...
আমি চাঁদ দেখেছি...

তাই? বাঃ বাঃ...।

তৃতীয় বিশ্ব

তরুণকুমার চৌধুরী

আমার ঘরে টেবিল নেই। নেই আলো, রুগ্ন দেওয়ালে
ঝুলছে তৃতীয় বিশ্বের মানচিত্র। ঘরের মেঝেতে ঝড়ানো
ছিটানো কাগজ কলম। বন্ধু বলেছিল, ধূসর পাণ্ডুলিপির
প্রতিটি শব্দ-অক্ষর তোকে আবার নতুন করে লিখতে
হবে। বাবা বলেছিল বোরো ধান উঠলে গতর খাটিয়ে
একটা টেবিল বানিয়ে নিস খোকা। খড়ের চালে
উইয়ের ঢিবিটা দাঁড়িয়ে আছে মাথার পরে।

হেঁসেলে নিভন্ত উনুনে একরাশ অন্ধকার।
দীর্ঘ প্রতীক্ষায় মা পথ চেয়ে থাকতেন সাতকাহন বিলের দিকে
আকণ্ঠ পিপাসায় বাবা ঘরে ফিরতেন। ছেঁড়া জামাটা বাবা
ঝুলিয়ে রাখতেন দেওয়ালের গায়ে। দেওয়াল থেকে
ঝরে পড়ছে জীবনের সঞ্চিত পরমায়ু।

আমি মা'কে বলেছিলাম মা, আমার বন্ধু তমালের বাবা
এসরাজ কিনেছে। কোমল কাঠের এসরাজ। মা'র
দু'চোখ বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল। জল মুছতে মুছতে
মা বলেছিল, কোমল কথার অর্থ বুঝিস খোকা! আমি
মা'র মুখের দিকে নির্বাক তাকিয়েছিলাম। কোমল কথার
অর্থ জানতে চাইলাম শিক্ষক মহাশয়ের কাছে। শিক্ষক
মহাশয় নরম-স্নিগ্ধ পবিত্রতার কথা বললেন।

সরপুঁটি জ্যোৎস্নায় শাপলা জড়ানো দিঘি। আপন
ছন্দে ঢেউ তুলছে রাজহাঁস। দিঘির অতলে
চন্দ্রিমা'র ফুসফুস ভরা হাসি।

স্বতস্ফূর্ত হাসির নীল রেশমী সুতোয় মা সেলাই
করতেন ছেঁড়া জামা ও অভাবের দিনগুলো।